দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 DEC 1989
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

17 ৬

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রসঙ্গে

গত ২২-১১-৮৯ইং তারিখে সংবাদ পত্রিকায় সারাদেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০০০ সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়নে সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ১৯৮৭ সালের ২০৫ উন্নয়ন খাতে নিয়োগকৃত শিক্ষক/শিক্ষিকার মনে হতাশা নেমে এসেছে। আমি একজন ভুক্তভোগী হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করছি। ১৯৮৭ সালে এমনই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিধি মোতাবেক আমরা প্রায় ১০০০ (এক হাজার) শিক্ষক/শিক্ষিকা/সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পাই। নিয়োগ অন্তে আমরা জানতে পারি আমাদের চাকরি অন্যান্য শিক্ষকের মত স্থায়ী বা নিশ্চিত নয়। (অর্থাৎ ১৩৭ খাতের শিক্ষকের মত নয়) যার দরুন আমরা নিয়মিত বেতন-ভাতা পাই না। যেমন কোন উপজেলায় প্রায় এক বছর যাবত শিক্ষক/শিক্ষিকা বেতন-ভাতা পাননি। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ সাহেব এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে আবেদন নিবেদন করেছেন। অথচ এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না দিয়ে ১০০০ (এক হাজার) শিক্ষক/শিক্ষিকাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়ে ৬০০০ প্রাঃ শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত আমাদের হতাশার তিমিরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তাই উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ-- আমাদের ১৩৭ খাতে আত্মীকরণ করা হোক।

মোছাঃ শাহেদা খাতুন,
সহকারী শিক্ষিকা,
৫২ নং গোপালপুর সরকারী
প্রাথমিক বিদ্যালয়,
উপজেলা লালপুর,
জেলা-নাটোর।

সঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের আবেদন

শিবগঞ্জ উপজেলায় চাঁদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'টি ঘরের একটি পুরানো। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী পুরানো ঘরের টিনের চাল ঘূর্ণিঝড়ে উড়ে যায়। তারপর উপজেলা চেয়ারম্যান থেকে উর্ধতন কর্তৃপক্ষ সমীপে ঘরটি মেরামত করার জন্য আবেদন জানিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। ফলে এই বিদ্যালয়ের ৩০ জন ছাত্রছাত্রী বাদে অপর সকলকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে।

এদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং অবিলম্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মেরামত করার আবেদন জানাই।

মুঃ আবুল হোসেন
প্রধান শিক্ষক/সেক্রেটারী
চাঁদপুর, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী।